কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 17 MAY 2015 ...
... পৃষ্ঠা ... কলাম ... 2 ...

ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র নিহতের ঘটনায় মামলা

টাঙ্গাইল প্রতিনিধি ▷

টাঙ্গাইলের সন্তোষে মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বুধবার সংঘর্ষে ছাত্র নিহত হওয়ার ঘটনায় গতকাল শনিবার টাঙ্গাইল মডেল থানায় মামলা হয়েছে। মামলায় ১৪ জন শিক্ষার্থীর নামসহ অজ্ঞাতপরিচয় অনেককে আসামি করা হয়েছে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও একটি মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে। ঘটনার চার দিন অতিবাহিত হলেও ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ।

টাঙ্গাইল মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) গোলাম মোস্তফা জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় নিহত মোশাররফের বাবা শহিদুল ইসলাম বাদী হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। তাতে ১৪ জন আসামির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তদন্ত ও গ্রেপ্তার অভিযানের স্বার্থে কারো নাম এ মুহূর্তে বলা সম্ভব নয় বলে তিনি জানান। ঘটনার পর থেকে মনিরুল ইসলাম মনির গ্রুপের প্রধান মনিরসহ তার লোকজন পলাতক রয়েছে। তবে তাদের গ্রেপ্তার করতে অভিযান চলছে বলেও তিনি জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আলাউদ্দিন জানান, নিহত শিক্ষার্থী মোশাররফের বাবার পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকেও একটি মামলা দায়ের করা হবে। তাতে কতজন আসামি করা হবে—এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, মামলাটি রেকর্ড হলে তখন এটি বলা সম্ভব হবে। কখন রেকর্ড হতে পারে তা তিনি নিশ্চিত করে বলতে পারেননি।

রাজনীতিমুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ রকম সংঘর্ষ এবং একজন শিক্ষার্থী নিহতের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে উপাচার্য বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতে এসে এভাবে হত্যার শিকার হওয়া সত্যিই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যা যা করা সম্ভব করা হবে। তদন্ত কমিটি গঠন করে দেওয়া হয়েছে। এর কারণ খুঁজে বের করে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' উল্লেখ্য, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে বুধবার ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে মোশাররফ গ্রুপের প্রধান ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সায়েন্স বিভাগের মাস্টার্স দ্বিতীয় পর্বের ছাত্র এ এস কে মোশাররফ নিহত হন। আহত হন একই গ্রুপের বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বাঁধন ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ফয়সাল। সংঘর্ষের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বুধবার রাতে এক জরুরি বৈঠকে বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করে।